ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪৬৯
আগরতলা, ৪ জানুয়ারি, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদ সঠিক নয়
করমতি ত্রিপুরার শিশু সন্তান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে

আজ ৪ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় 'অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি বিনা চিকিৎসায় কাতড়াচ্ছেন মা' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নজরে আসে। প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী আজ সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসককে দ্রুত এই ঘটনার বিস্তারিত খোঁজ খবর নিতে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসককে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। এর পর শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম'র নেতৃত্বে সিডিপিও ও চাইল্ড হেল্প লাইনের এক প্রতিনিধি দল জোলাইবাড়ির আভাঙছড়া গ্রামে করমতি ত্রিপুরার বাড়ি পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দলের কাছ থেকে প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পেয়ে শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, গত ২৫ ডিসেম্বর আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে করমতি ত্রিপুরার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পুত্র সন্তান জন্মের চারদিন পর গত ২৯ ডিসেম্বর করমতি ত্রিপুরা আগরতলার জিবিপি হাসপাতাল থেকে নিজ বাড়ি জোলাইবাড়ির আভাঙছড়াতে ফিরে আসেন। কিন্তু বাড়িতে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আজ সকাল ৪টায় করমতি ত্রিপুরার মৃত্যু হয়। মহকুমা শাসক জানিয়েছেন অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির যে সংবাদ ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা সঠিক নয়। এই অবস্থায় চাইল্ড হেল্পলাইন কর্তৃপক্ষ করমতি ত্রিপুরার সদ্যজাত শিশুটিকে চাইল্ড হোমে দিতে চাইলে শিশুটির বাবা তাতে রাজি হননি। শিশুটির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যানও চাইছিলেন শিশুটিকে চাইল্ড হোমে দিতে। কিন্তু করমতি ত্রিপুরার স্বামী ও শিশুটির পিতা লক্ষ্মীরাম ত্রিপুরা কোনভাবেই শিশুটিকে হোমে দিতে রাজি হননি। করমতি ত্রিপুরার স্বামী লক্ষ্মীরাম ত্রিপুরা শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয়ের প্রতিনিধি দলটিকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি তার শিশুটির সঠিকভাবে লালন পালন করতে সক্ষম। শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক জানিয়েছেন শিশুটি বর্তমানে শান্তিরবাজারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছে।

******